চিরভাসমান

শাহনূরুমা শান্তনা

শাহরিনা শান্তমা

This Manga was certified in 11 April , 2018 by “ Tim Maltin ” - Researcher who solved this case

বহুল পরিচিত আর. এম. এস টাইটানিক ছিল না কোনো যুদ্ধ জাহাজ, কিন্তু প্রস্তুত করা হয়েছিল যুদ্ধ জাহাজের মত টেকসই করে। ১৯১২ সালের সেই জাহাজটি ছিল তৎকালীন সময়ের সর্ববৃহৎ ও সর্বোচ্চ বিলাসবহুল এবং যার গর্বিত নামকরন হয়েছল "দ্যা আনসিংকেবল" অর্থাৎ যা কখনই ডুববে না। কথা ছিল টাইটানিকের যাত্রা শুরু হবে ১০ এপ্রিল ১৯১২ সালে, সাউথ অ্যাম্পটন থেকে এবং পৌঁছাবে ১৯১২ সালের ১৭ এপ্রিল নিউইয়র্কে। হয়েছিলও তাই , কিন্তু টাইটানিক কোনদিনও পৌঁছেনি তার গন্তব্যস্থলে। দূর্ভাগ্যবশত ১৯১২ সালের ১৪ এপ্রিল রাত ১১:৪০ মিনিটে উত্তর আটলান্টিক সাগরে ভাসমান বরফখন্ডের সাথে ধাক্কা লাগে টাইটানিকের এবং মাত্র ২ ঘণ্টা ৪০ মিনিট ব্যবধানে ডুবে যায় চিরভাসমান টাইটানিক। এই পর্যন্ত গল্পটা আমাদের অনেকেরই কমবেশি পরিচিত। টাইটানিক, যা ছিল মানুষের দাম্ভিকতার প্রতীক, শিল্পবিপ্লবের এক যুগান্তকারী উদ্ভাবন, কি ছিল সেই রহস্য যা এ শক্তিশালী জাহাজকে ডুবতে বাধ্য করেছিল? কি ঘটেছিল সে রাতে যার কারণে বিশাল বরফস্তম্ভ আগে থেকে দেখতে পায়নি কেউ তা মানুষকে যুগে যুগে করেছে চিন্তাশীল। বেশকিছু নিরীহ মানুষকে দোষারোপ করা হয়েছিল টাইটানিক ট্রাজেডির জন্য। ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড স্মিথ, ছিলেন টাইটানিকের ক্যাপ্টেন। অভিজ্ঞ সেই ক্যাপ্টেনের আদেশক্রমেই বরফক্ষেত্রে বিচরণ করা সত্তেও সর্বোচ্চ বেগে চলছিল টাইটানিক এবং বলা হয়েছিল সে কারণেই বরফে ধাক্কা খায় টাইটানিক। টাইটানিকের ডিজাইনার থমাস এন্ড্রু, যিনি দাবি করেছিলেন টাইটানিক কখনই ডুববেনা, বলা হয়েছে তার ডিজাইনের ত্রুটি ও কম টেকসই উপকরণের কারণে ডুবে গিয়েছিল টাইটানিক। আরেকজন ব্যক্তির কথা না বললেই না। যিনি ছিলেন এস. এস. ক্যালিফোর্নিয়ান নামক জাহাজের ক্যাপ্টেন স্ট্যানলি লর্ড, যিনি ও যার জাহাজ ক্যলিফোর্নিয়ান ছিল টাইটানিকের সবচেয়ে কাছে যখন টাইটানিক ডুবে যাচ্ছিল। ক্যালিফোর্নিয়ানের কাছে সাহায্যের আবেদন করে মোর্স কোড ও ডিসট্রেস রকেট ছোড়ার পরও যারা টাইটানিককে সাহায্য করতে আসেনি অথচ সমুদ্র আইন অনুসারে সাহায্য করার কথা ছিল। ১০ মাইলেরও কম দূরত্বে থাকায় যাদের দেখার কথা ছিল। টাইটানিককে, যাদের অনেক কাছে ১৫০০ মানুষের জীবন শেষ হয়ে যায় প্রায় ২২০০ যাত্রী ও ক্রুয়ের মধ্যে। আনুমানিক ৭০০ জনকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছিল নিকটবর্তী আর. এম. এস কারপেথিয়া নামক জাহাজের সাহায্য নিয়ে যা অনেক পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পেরেছিল। কিন্তু এস. এস. ক্যালিফোর্নিয়ান সময়মত সাহায্য করলে বাঁচানো যেত আরও অনেককেই। কেন সে রাতে সাহায্য করেনি ক্যালিফোর্নিয়ান? সত্যিই কি ভুল ছিল ক্যাপ্টেন স্মিথের সিদ্ধান্তে, নাকি ত্রুটি ছিল ডিজাইনার এন্ড্রুর ডিজাইনে? সত্যিই কি সে রাতে টাইটানিককে দেখেননি স্ট্যানলি? কেন মোর্স কোড অগ্রাহ্য করলো তারা? কেন ডুবেছিল টাইটানিক? কি ঘটেছিল সে রাতে যা একটি স্নিগ্ধ, শান্ত, তারা ভরা রাতকে পরিণত করেছিল মৃত্যুকূপে। প্রকৃতি কি নির্মমভাবে খেলেছিল বিজ্ঞানকে ঘিরে, টাইটানিক ডোবার ১০০ বছর পার হয়ে গেছে তবুও সেই বিজ্ঞানকে নিয়ে চিন্তা আরও একবার...

ওয়েস্টমিনিস্টার, ড্রিল হল, লন্ডন // মে, ১৯১২

আমাকে তারা কোর্টে আপিল করতে দিবে না। তারা ভাবছে, আমি মিথ্যা বলছি। আমার এতদিনের অর্জিত পদমর্যাদা, আমার কর্মজীবন সব শেষ হয়ে যাবে! সামনে বরফ থাকায় সে রাতে জাহাজ চালানো স্থগিত করে আমি আমার চার্ট রুমে চলে যাই। সে রাতে ডিউটি শেষে ক্লান্ত থাকায় আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমি নেশাগ্রস্থ ছিলাম না! সাদা রকেট ডিসট্রেস রকেট মনে হয়নি আমার। অনেক ক্রুরা বলেছে তারা মিটমিটে আলো দেখেছে কিন্তু সেটা তাদের মোর্স কোড মনে হয়নি।

কবে সবার ভুল ভাঙবে? সত্যিটা কি কখনই কেউ জানবে না! সবাই কি চিরকাল আমাকে মিথ্যাবাদী, নে-শাখোর ভাববে! আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি সেই জলযানের আকার কোনোভাবেই জাহাজের আকার হতে পারে না। সেটা স্টিমার ছিল এবং সেকেন্ড অফিসারও তাই দেখেছে।

ঈশ্বর কেন, কেন এত মানুষের মৃত্যুর জন্য আমাকে দায়ী করা হচ্ছে! সত্যিই যদি রহস্যময় সেই স্টিমার টাইট-ানিক হয়ে থাকে তবে কেন তা আমি দেখতে পেলাম না!

তবে কি এই খুনি অপবাদে আমায় মরতে হবে...

৮৪ বছর বয়সে ক্যাপ্টেন লর্ড মারা যান, অপবাদ নিয়ে যে তিনি ইচ্ছা করলে বাঁচাতে পারতেন টাইটানিকের অনেককেই কিন্তু তিনি তা করেননি।

আজ আমরা জানি মিথ্যা বলেননি স্ট্যানলি। সত্যিই তিনি দেখতে পাননি টাইটানিককে। ভুল ছিল না টাইটানিকের ক্যাপ্টেন স্মিথের সিদ্ধান্তেও, যিনি সর্বোচ্চ গতিতে টাইটানিক চালানোর অনুমতি দিয়েছিলেন। কেননা, সমুদ্রে চলার ক্ষেত্রে সাগরে বরফখন্ড ভাসলেও আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে গতিশীল থাকতে পারে জাহাজ। নীতি বিরূদ্ধ হননি অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড স্মিথ। ত্রুটি ছিল না উপকরণ বা ডিজাইনেও। টাইটানিকের ভগ্নাংশ পরীক্ষা করে দেখা গেছে ১০০ বছর পরেও সেটি অসম্ভব দৃঢ়। ডিজাইনও ছিল সঠিক কেননা টাইটানিককে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল যদি অন্য জাহাজ এর মাঝ বরাবর আঘাতও করতো , তবে এটি তিনটি খণ্ডে বিভাজিত হতো কিন্তু ভেসে থাকতো।

যদি সে রাতে টাইটানিক সরাসরি বরফে আঘাত খেত, তবেও এর এক অংশ বেঁচে যেত। কিন্তু যা ঘটেছিল তা ছিল ডিজাইনারের কল্পনাতীত। এরূপ দূর্ঘটনা একবারই ঘটেছিল পৃথিবীতে আর সেটা ছিল টাইটানিকের। বরফের ঘসায় ১৬ টি ওয়াটার কম্পার্টমেন্টের ৬ টিই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এবং খসে গিয়েছিল টাইটানিকের তল যার ফলশ্রুতিতে চিরতরে হারিয়ে গেল টাইটানিক। বরফের আঘাতে এতটাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে সে, যে মাঝ বরাবর ভেঙে যায়। যেকোনো আঘাতেই হয়ত টিকে থাকতে পারতো সে কিন্তু এই ভাঙনেই চিরভাসমান থাকার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে টাইটানিক।

এখন কথা হলো কেন সে রাতে টাইটানিককে দেখেননি স্ট্যানলি লর্ড, কেন তার উক্তি বারবার টাইটানিককে একটি স্টিমার বলে ভুল করছে? কেন বরফে ধাক্কা লাগার অল্প কিছুক্ষন আগে টের পায় জাহাজের ক্রুরা? পরিষ্কার, উজ্জল রাত হওয়া সত্ত্বেও কেন সেই বিশাল বরফখণ্ড চোছে পড়লো না কারোর। দুটি রহস্যই একই সূত্রে গাঁথা।

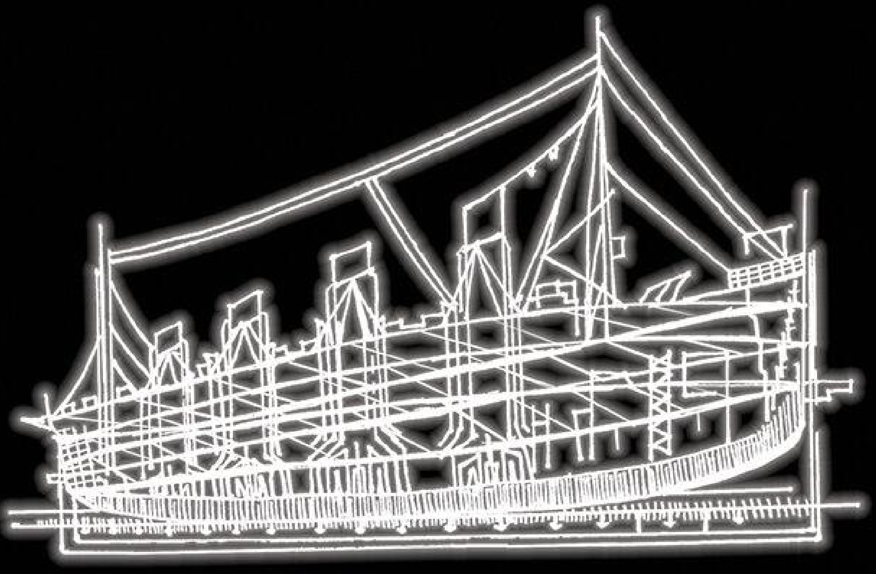

কোনো কল্পকাহিনী বা অশরীর না, বরং বিজ্ঞানের মায়াজাল মৃত্যুকূপে পরিণত করেছিল উত্তর আটলান্টিকের ৪৯° ৫৬' পশ্চিম এবং ৪১° ৪৩' উত্তর এলাকাটিকে যে স্থানে ডুবেছিল টাইটানিক এবং যার তলদেশে আজও মিলে তার অংশবিশেষ।

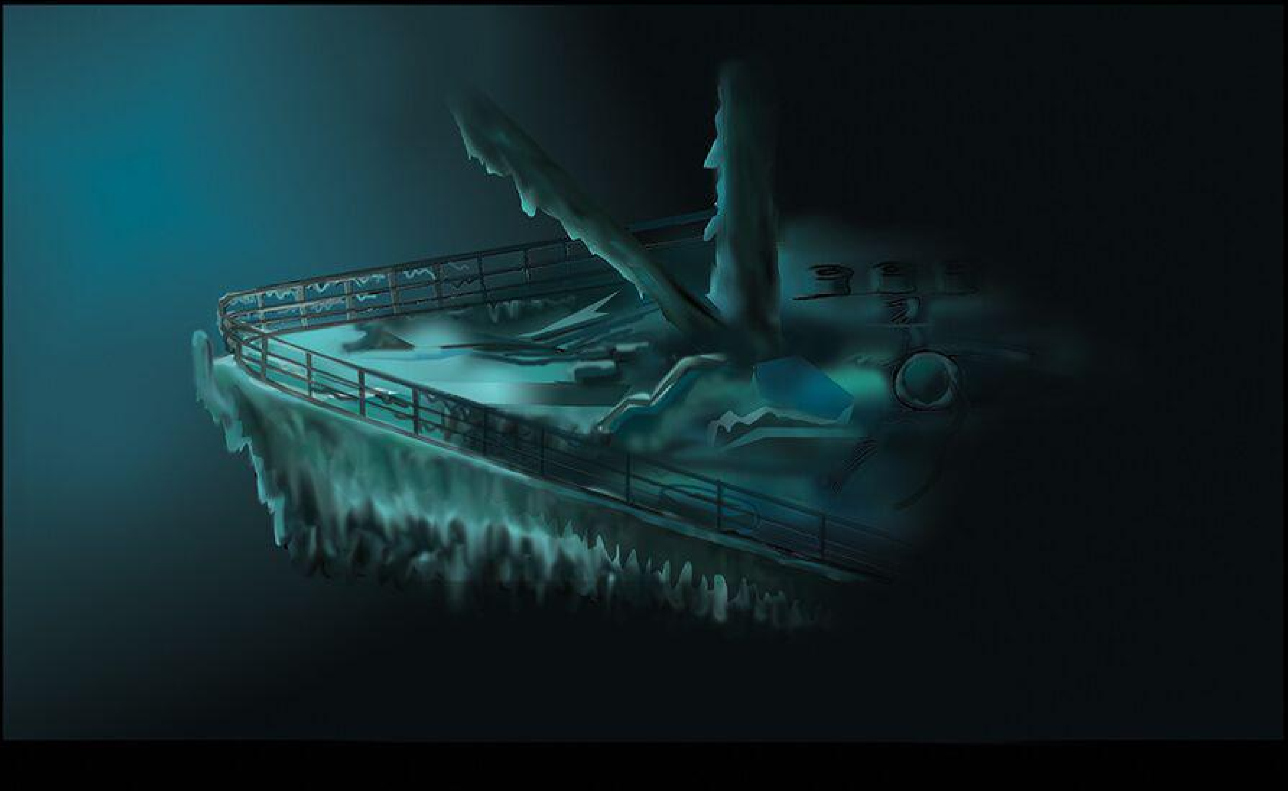

টাইটানিক রহস্যের সকল সূত্র মেলে তাদের কথা থেকে যারা বেঁচে ফিরেছেলেন টাইটানিক থেকে। তাদের বলে যাওয়া কিছু মূল্যবান তথ্য প্রমান করে দিয়েছে মানুষের ক্ষমতা ছিলনা সে রাতে টাইটানিককে বাঁচানোর। যে কথাগুলো গবেষকদের ভাবায় –

১. সে রাতে আকাশে অনেক তারা ছিল, এত তারা যা কখনই দেখা যায়না। সে তারার আলোয় চারপাশ উজ্জল ছিল।
প্রশ্ন: এত বেশি তারা আকাশে কেন দেখা যাচ্ছিল?

২. পরিবেশ অনেক শান্ত ছিল, এত শান্ত যে আকাশ ও সমুদ্র মিলে সমতল হয়ে গিয়েছিল (the soft horizon).
প্রশ্ন: কেন দিগন্ত পাওয়া যাচ্ছিল না?

৩. হঠাৎ করে আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং তার কিছুক্ষনের মধ্যে বরফে ধাক্কা লাগে।
প্রশ্ন: কেন হঠাৎ করে শীতল হয়ে যায় আবহাওয়া?

প্রথমত বলা যাক আবহাওয়া ঠাণ্ডা হওয়ার কথা। গ্রিনল্যান্ডের পশ্চিম উপকূল থেকে উত্তর আটলান্টিক সাগরে প্রতি বছর বরফখণ্ড ভেসে আসে। বরফখণ্ড যে পানি সংলগ্নে ভেসে আসে তা থাকে অসম্ভব শীতল এবং সে পানির ঘনত্ব বেশি হওয়ায় তা সাগরের সাধারণ পানির সাথে মেশে না এবং সেই শীতল
বরফখণ্ড মিশ্রিত পানি অঞ্চলকে বলা হয় "ল্যাবরেডর কারেন্ট"। ল্যাবরেডর কারেন্ট ঠাণ্ডা ও উষ্ণ পানির মধ্যে বর্ডার সৃষ্টি করে এবং সে কারণে পানি ও পানি সংলগ্ন বায়ুর তাপমাত্রা হঠাৎ কমে যায়। সে রাতে টাইটানিকের গতি এবং ল্যাবরেডর কারেন্টের গতি মিলিত হয়। যে স্থানে টাইটানিক ডুবে যায় সে স্থান টিতে ছিল ল্যাবরেডর কারেন্ট। সাধারণত যেখানে সাগরের পানির তাপমাত্রা থাকার কথা ছিল ১২-১৩° সে., সেখানে ছিল -১° সে. এর মত। মূলত এই ঠাণ্ডা পানির কারনেই মৃত্যু ঘটে ১৫০০ মানুষের। পানির তাপমাত্রা যদি স্বাভাবিক থাকতো, তবে হয়তবা উদ্ধার করা পর্যন্ত বেঁচে থাকতো অনেকেই।

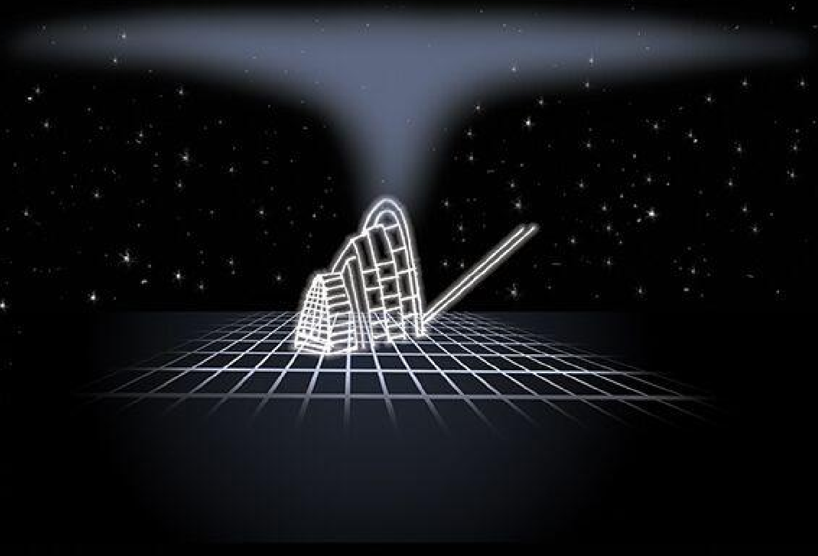

ল্যাবরেডর কারেন্টের কারণে সমুদ্র সংলগ্ন বায়ুস্তর ঠাণ্ডা ও ভারী হয়ে পড়েছিল। টাইটানিক থেকে বেঁচে আসা অনেকেই বলেছেন, যখন টাইটানিক ডুবে যায় তখন একটি ধোঁয়া উপরে উঠে যায় (hot air layer) এবং মাশরুম আকার ধারণ করে কিছুক্ষন পর সমতল হয়ে যায়। এর ফলে বোঝা যায় বায়ুস্তর দু'টির ঘনত্বে ব্যাপক পার্থক্য ছিল এবং নিচে বায়ুস্তর ঘন হওয়ায় ধোঁয়া ঘন স্তরের উপর সমতল হয়ে মিশে যায়।

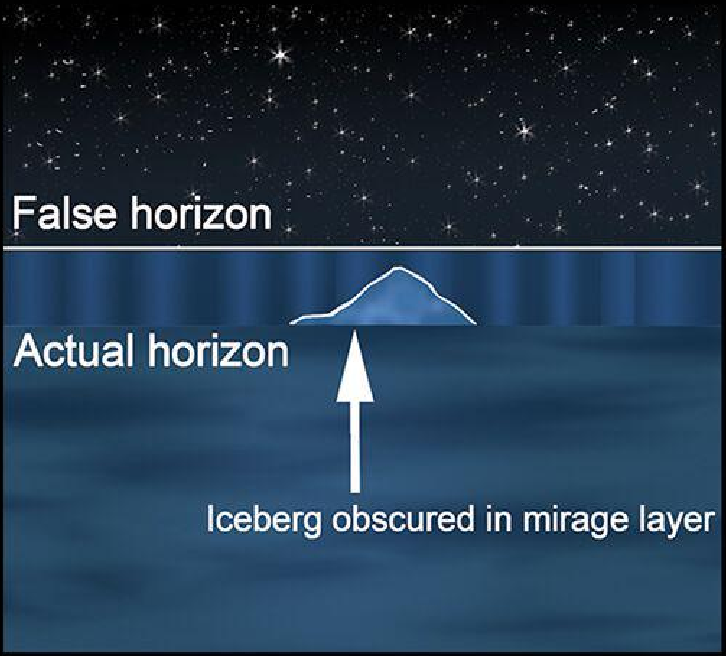

এবার প্রশ্ন হলো, কেন সে রাতে বরফখণ্ড দেখতে পায়নি টাইটানিক ক্রুরা। ল্যাবরেডর কারেন্টের প্রভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠ সংলগ্ন শীতল বায়ু এবং উপরের উষ্ণ বায়ু দুইটি বায়ুস্তর তৈরী করে। এ বায়ুস্তর দুইটি স্বচ্ছ মাধ্যমের ন্যায় কাজ করে এবং তারার আলো এই মাধ্যমে পতিত হয়ে সেখানে প্রতিসরণ সৃষ্টি করে। এর ফলে দিগন্তে একটি ঢালের মত অবয়ব সৃষ্টি হয়। তাই সামনের বরফখণ্ডের উচ্চতার চাইতে বরফখণ্ডের পিছনের পানির উচ্চতা বেশি মনে হয় এবং দিগন্ত আসল অবস্থান থেকে উঁচুতে মনে হয়। যার ফলে সামনের সকল প্রতিবন্ধক অদৃশ্য মনে হয়। আকাশে তারার আধিক্য থাকায় দিগন্ত খুঁজে পাওয়া আরও দুষ্কর হয়ে পড়ে। তাই সামনে বরফ সৃষ্ট প্রতিবন্ধক থাকা সত্ত্বেও প্রতিসরণের কারণে তা আসলে দৃষ্টিগোচর হয় নি।

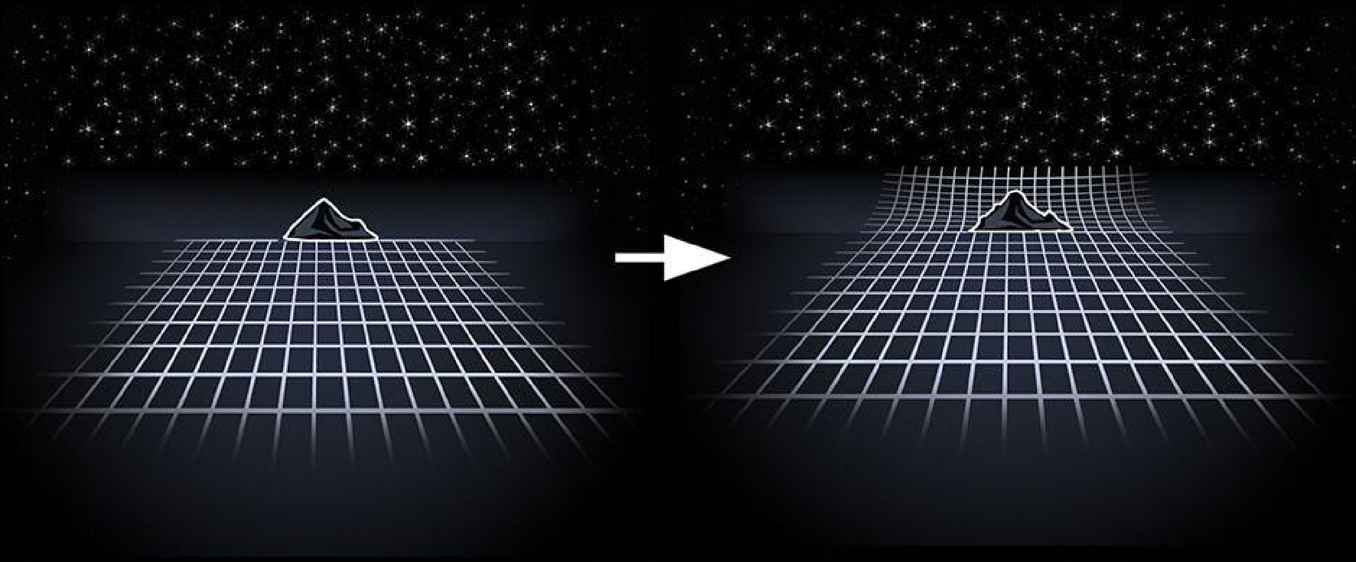

অপর দিকে তারার উজ্জ্বল আলো পানিতে পড়ে প্রতিসরিত হয় ঘন শীতল বায়ু মাধ্যমে। দুটি স্বচ্ছ মাধ্যমের মধ্যে আলো প্রতিসরিত হয়ে সৃষ্টি করে মরীচিকা। যার ফলে তারার সংখ্যা হাজার গুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত তারা আকাশে ছিল না। অবশেষে কেন স্ট্যানলি সে রাতে স্টিমার ভেবে ভুল করেন টাইটানিককে এবং কেন ক্রুরা মোর্স কোড দেখতে পায়নি? মরীচিকার ফলে অনেক সময় দূরের বস্তুর আকার, বস্তুর আসল আকার আকৃতি থেকে ভিন্ন দেখা যায়। এর ফলে অনেক সময় জাহাজকেও ওয়েল স্টিমার বা লঞ্চের মত মনে হয়। সম্ভবত এমন মরীচিকার প্রভাবেই ক্যাপ্টেন লর্ড টাইটানিকের আকার আকৃতি বুঝতে পারেন নি এবং এর আকার ছোট মনে হয়েছিল তার। মোর্স কোডের আলো শীতল বাতাসে বাঁধা পেয়ে বিচ্ছুরিত হয়ে গিয়েছিল এবং ক্রুরা সেটিকেও মিটমিটে তারার সাথে গুলিয়ে ফেলেছিল। সে কারণে প্রকৃতপক্ষে সাহায্যের কোনো আবেদনই ক্যালিফোর্নিয়ানের কাছে সে রাতে পৌঁছায়নি।

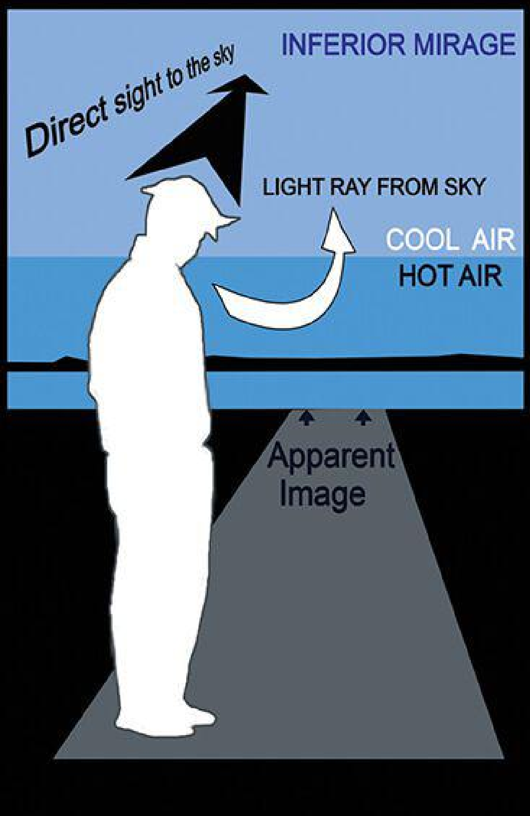

তাই সম্ভাবনাময়ী ক্যাপ্টেন স্ট্যানলি লর্ড মাত্র ৩৫ বছর বছর বয়সে এমন এক মিথ্যা অপবাদে জড়িয়ে পড়েন যার ফলে তাকে বাকি জীবন বেদনা ও অনুসূচনায় কাটাতে হয়েছিল। ক্যালিফোর্নিয়ানের সেকেন্ড অফিসার হারবার্ট স্টোন যিনি ক্যাপ্টেনের অবর্তমানে সে রাতে দায়িত্বে ছিলেন, অনুসূচনায় তিনিও পদত্যাগ করে ডেক লেবার হিসেবে বাকি জীবন কাজ করেন এবং অর্থকষ্টে মারা যান।

টাইটানিক ডোবার আরেকটি তথ্য হলো, এত বড় জাহাজ ডুবতে যে সময় লাগার কথা তার চেয়ে অনেক কম সময়ে এটি ডুবে যায়। উত্তর আটলান্টিকের ঠিক যে স্থানে টাইটানিক ডোবে সে স্থানে পানির চাপ ও ঘূর্ণন বল সবচেয়ে বেশি। সে কারণে পানির নিচে একটি চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করে। এর ফলে টাইটানিকের ভগ্নাংশ দ্রুত তলদেশে পতিত হয়। সব মিলে প্রকৃতি ও বিজ্ঞান টাইটানিককে মৃত্যুমুখী করেছিল, মানুষের গাফলতি না।

তবে একটা কথা বলে রাখা ভালো , টাইটানিকে যথেষ্ট পরিমান লাইফবোট ছিল না। তৎকালীন রীতিতে মনে করা হতো লাইফবোট রাখার অর্থ, সে জাহাজের নির্মাণ ত্রুটি আছে। এ ধারণা বদলে দেয় টাইটানিক। যদি মানুষ নিজের দাম্ভিকতা প্রদর্শন না করে অধিক লাইফবোট রাখতো তবে আরো অনেক মানুষের জীবন বাঁচতো। সর্বপরি টাইটানিক ট্রাজেডি আমাদের জন্য শিক্ষা এবং আমাদের মনে করিয়ে দেয় প্রকৃতির কাছে আমরা কতটা অসহায়।

Based on the book by Tim Maltin & Inspired by the work of Nigel Levy